রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০১৮ সনের ২০ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মে ১৭, ২০১৮

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা নং
১ম	খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	২৩৯—২৫৭
২য়	খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৫৮৯—৬২৩
৩য়	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৪র্থ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম	খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৪৪৫—৪৬০
৭ম	খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম	খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	২৩
	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
	(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
	(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
	(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
	(৬) . . . . . তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

অফিস আদেশ

তারিখ : ২৯ মার্চ ২০১৮

নং ১৭.০০.০০০০.০১৫.২৭.০৭০.১৭-২১৬—যেহেতু, জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম, সহকারী প্রোগ্রামার, অ্যাপ্লিকেশন ম্যানেজমেন্ট ও এমআইএস, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের প্রেক্ষিতে ২১ ডিসেম্বর, ২০১৭ তারিখের ১৭.০০.০০০০.০১৫. ২৭.০৪২.১৫-৫৭১ স্মারকের মাধ্যমে ০৩/২০১৭ নং বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়; এবং

যেহেতু, উক্ত বিভাগীয় মামলার কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাবের প্রেক্ষিতে ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়। সহকারী প্রোগ্রামার হিসেবে তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনে ব্যর্থ হয়েছেন। ফলে বেগম কানিজ ফাতেমা দ্বৈত ভোটার হয়েও ২য় বার ভোটার তালিকা থেকে বয়স কম দেখিয়ে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেন এবং নির্বাচিত হন। পরে বিষয়টি জানাজানি হলে তার নির্বাচিত গেজেট বাতিল করতে হয় এবং মাননীয় নির্বাচন কমিশন বিব্রত হন। এতে নির্বাচন কমিশনের সুনাম ক্ষুন্ন হয় ও ক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন উঠে। উক্ত কর্মকাণ্ডের জন্য তিনিই দায়ী।

২। সেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ মোতাবেক তিনি ৩ এর (বি) ধারায় দোষী হওয়ার ফলে বিধি ৪ এর ২(এ) ধারা মোতাবেক তিরস্কার করা হল এবং বিভাগীয় মামলা হতে নিষ্পত্তি করা হল।

৩। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হল।

হেলালুদ্দীন আহমদ
সচিব।

মোঃ লাল হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ ছরোয়ার হোসেন, উপপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

অর্থ মন্ত্রণালয়
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
কেন্দ্রীয় ব্যাংক অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৮ মার্চ ২০১৮

নং ৫৩.০০.০০০০.৩১১.৪০.০০৬.১৭-২১৮—মাননীয় অর্থমন্ত্রীর সভাপতিত্বে বাংলাদেশে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে বিভিন্ন দিক নির্দেশনা এবং নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গঠিত জাতীয় সমন্বয় কমিটি (National Co-ordination Committee on AML/CFT) এর ২৬-১২-২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত ২১তম সভায় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে ২০১৮-২০২০ মেয়াদের জন্য জাতীয় কৌশলপত্র প্রণয়নের লক্ষ্যে নিম্নরূপ একটি কমিটি গঠন করা হলো :

আহবায়ক

(১) বিএফআইইউ এর প্রধান ও ডেপুটি গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক

সদস্যবৃন্দ

(২) আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এর একজন প্রতিনিধি

(৩) জননিরাপত্তা বিভাগ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর একজন প্রতিনিধি

(৪) লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ এর একজন প্রতিনিধি

(৫) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর একজন প্রতিনিধি

(৬) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর একজন প্রতিনিধি

(৭) দুর্নীতি দমন কমিশন এর একজন প্রতিনিধি

(৮) বাংলাদেশ পুলিশ এর একজন প্রতিনিধি

সদস্য-সচিব

(৯) মহাব্যবস্থাপক, বিএফআইইউ, বাংলাদেশ ব্যাংক

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ রিজওয়ানুল হুদা
উপসচিব।

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
পর্যটন-১ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ০৮ মার্চ ২০১৮

নং ৩০.০১৫.০১৮.০০.০০.০২৪.২০০৩-৯২—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রাক্তন অতিরিক্ত সচিব জনাব জালাল আহমেদ-এর স্থলে অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ মনির উদ্দিন-কে বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিমিটেড এর পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করিলেন।

২। এই আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হইল এবং ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

নং ৩০.০১৫.০১৮.০০.০০.০৪১.২০০৩-৯৩—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, জনাব এ. আর. এম. নজমুস্ ছাকিব (২২৬৭), অতিরিক্ত সচিব এর স্থলে জনাব আব্দুর রউফ তালুকদার, অতিরিক্ত সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়-কে পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত হোটেলস ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড (হিল) এর পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক পদে নিয়োগ প্রদান করিলেন।

২। এই আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হইল এবং ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

অঞ্জনা খান মজলিশ
উপসচিব।

বিমান শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ১৩ মার্চ ২০১৮

নং ৩০.০০.০০০০.০১৭.০৭.০০৪.১৪-১৮৮—বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড এর ৪র্থ পর্যায়ে ২(দুই) টি ৭৮৭-৮ উড়োজাহাজ এর ডেলিভারি পেমেন্ট অর্থায়নের লক্ষ্যে "অনমনীয় ঋণ বিষয়ক স্থায়ী কমিটি'র (Standing Committee on Non-Concessional Loan) অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব উপস্থাপনের পূর্বে দরদাতা প্রতিষ্ঠানের (HSBC) সাথে Negotiation করার লক্ষ্যে নিম্নোক্তভাবে একটি কমিটি গঠন করা হলো :

আহবায়ক

(১) অতিরিক্ত সচিব, এ মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ

(২) অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এর প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পর্যায়ের)

(৩) অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এর প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পর্যায়ের)

(৪) বাংলাদেশ ব্যাংক এর প্রতিনিধি (বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ এর)

(৫) বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড এর প্রতিনিধি (দুই বা ততোদিক)

২। **কার্যপরিধি :**

(ক) কমিটি দরদাতা প্রতিষ্ঠানের (HSBC) সাথে Negotiation পূর্বক সুদের হার হ্রাস এবং শর্তাদি নমনীয় করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনা করবে;

(খ) বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড কমিটিকে প্রয়োজনীয় সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে;

(গ) কমিটি প্রয়োজনে যে কোন সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

৩। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারীকৃত এ প্রজ্ঞাপন অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ : ২৮ মার্চ ২০১৮

নং ৩০.০০.০০০০.০১৭.১৮.০০৫.১৭-২০৪—২০১৮ সালের হজ্জযাত্রী পরিবহন কার্যক্রম তদারকি, সমন্বয়, নির্বিঘ্ন ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে নির্দেশক্রমে হজ্জ টাস্কফোর্স-২০১৮ গঠন করা হলো :

আহবায়ক

(১) সদস্য (অর্থ) ও অতিরিক্ত সচিব, বেবিচক

সদস্যবৃন্দ

(২) যুগ্মসচিব (বিমান), এ মন্ত্রণালয়

(৩) পরিচালক (হজ্জ অফিস), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

(৪) উপসচিব (হজ্জ), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

(৫) উপসচিব (বহিরাগমন), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

(৬) উপসচিব (হাসপাতাল-৪), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

(৭) পরিচালক (গ্রাহক সেবা), বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড

(৮) পরিচালক, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর

(৯) **ডেপুটি কমিশনার অব কাস্টমস, হশাআবি**

(১০) কান্ট্রি ম্যানেজার, সৌদি এরাবিয়ান এয়ারলাইন্স

(১১) প্রতিনিধি, হাব

(১২) প্রতিনিধি, আটাব

কার্যপরিধি :

(১) 'হজ্জ ফ্লাইট-২০১৮' এর সিডিউল অনুযায়ী হজ্জ-পূর্ব (Pre-Hajj) এবং হজ্জ-উত্তর (Post-Hajj) হজ্জযাত্রীদের বহনকারী উড়োজাহাজ চলাচল তদারকি ;

(২) সিডিউল অনুযায়ী হজ্জযাত্রীদের যাতায়াতে কোন অসুবিধা/বিঘ্ন দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তাৎক্ষণিক ভাবে অবহিতকরণপূর্বক তা নিরসনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ;

(৩) হজ্জ টাস্কফোর্স-২০১৮ হজ্জযাত্রী পরিবহন কার্যক্রমের প্রস্তুতি/পরিচালনা সমন্বয়ের লক্ষ্যে প্রতিমাসে ন্যূনতম দু'টি সভা করে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন দাখিল ;

(৪) হজ্জযাত্রীদের নির্বিঘ্নে হজ্জে গমন ও দেশে প্রত্যাবর্তন সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত টাস্কফোর্সের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে এবং দায়িত্ব শেষে এ বিষয়ে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ে একটি প্রতিবেদন প্রেরণ ;

(৫) প্রতিবেদনের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়কে কমিটির কার্যক্রম সম্পর্কে নিয়মিত অবহিতকরণ; এবং

(৬) টাস্কফোর্স প্রয়োজনে যে কোন সংখ্যক সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নিলুফার জেসমিন খান
সিনিয়র সহকারী সচিব।

তথ্য মন্ত্রণালয়

বেতার-১ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৪ চৈত্র ১৪২৪/১৮ মার্চ ২০১৮

নং ১৫.০০.০০০০.০২১.২৭.০০২.১৭.১১৫—যেহেতু, জনাব মোঃ আরিফুল ইসলাম, বাংলাদেশ বেতারের আঞ্চলিক পরিচালক পদের কর্মকর্তা এবং বর্তমানে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট, ঢাকায় পরিচালক পদে সংযুক্ত আছেন। তিনি অফিস প্রধানের অনুমোদন ব্যতিরেকে এবং বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউটের ১৫-০৫-২০১৭ তারিখের ৪০৮৭ নম্বর স্মারকে ইস্যুকৃত পত্রটিতে প্রধান নির্বাহীর নাম উল্লেখপূর্বক স্বাক্ষর জাল করে তার একটি আবেদনপত্র মহাপরিচালক, বাংলাদেশ বেতার বরাবর প্রেরণ করায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' (Misconduct) এ অভিযোগে বিভাগীয় মামলা নং ২/২০১৭ রুজুকরতঃ তথ্য মন্ত্রণালয়ের ১৬-১১-২০১৭ তারিখের ১৫.০০.০০০০. ০২১.২৭.০০২.১৭.৪৭২ নং স্মারকমূলে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করে কারণ দর্শাতে বলা হয় ;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা গত ২৬-১১-২০১৭ তারিখে লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং তার আবেদনের প্রেক্ষিতে গত ২১-১২-২০১৭ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানীঅন্তে প্রাসংগিক সকল বিষয় বিবেচনা করে বিষয়টি তদন্তের আবশ্যকতা প্রতীয়মান হওয়ায় তথ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) জনাব মোঃ মুহিবুল হোসেইন-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং তদন্ত প্রতিবেদনে ঘটনাটি অনিচ্ছাকৃত, অজ্ঞতা প্রসূত এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করায় বিষয়টি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখা যেতে পারে মতামত প্রদান করেন;

সেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার জবাব, শুনানী, লিখিত ও মৌখিক সাক্ষ্য, তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন, প্রসিকিউশনের শুনানী এবং তথ্য প্রমাণ ও প্রাসংগিক সকল বিষয় পর্যালোচনা করে সার্বিক বিবেচনায় বাংলাদেশ বেতারের আঞ্চলিক পরিচালক, বর্তমানে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট, ঢাকায় পরিচালক পদে সংযুক্ত জনাব মোঃ আরিফুল ইসলাম এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধিমতে অসদাচরণের অভিযোগে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলা নং ০২/২০১৭ এর দায় হতে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করে তাকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ
ভারপ্রাপ্ত সচিব।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-৫ শাখা

আদেশ

তারিখ : ২৯ ফাল্গুন ১৪২৪/১৩ মার্চ ২০১৮

নং ২৬.০০.০০০০.০৯০.০১১.১৭.১৫-৯০—বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন নবগঠিত বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন এর রাজস্ব খাতে অস্থায়ীভাবে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে নিম্নোক্ত ৭৩(তিয়াত্তর) টি পদ সৃজনে নির্দেশক্রমে সরকারি মঞ্জুরি জ্ঞাপন করছি :

ক্রমিক নং	পদের নাম	সৃজিত পদ সংখ্যা	অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত বেতন স্কেল (জাঃ বেঃ স্কেল-২০১৫ অনুযায়ী)	মন্তব্য
১।	সচিব	১(এক) টি	টাকা ৫৬৫০০—৭৪৪০০ (গ্রেড-৩)	
২।	পরিচালক	৪(চার) টি	টাকা ৪৩০০০—৬৯৮৫০ (গ্রেড-৫)	
৩।	উপপরিচালক	৫(পাঁচ) টি	টাকা ৩৫৫০০—৬৭০১০ (গ্রেড-৬)	
৪।	প্রোগ্রামার	১(এক) টি	টাকা ৩৫৫০০—৬৭০১০ (গ্রেড-৬)	
৫।	চেয়ারপার্সনের একান্ত সচিব	১(এক) টি	টাকা ২২০০০—৫৩০৬০ (গ্রেড-৯) টাকা ৩৫৫০০—৬৭০১০ (গ্রেড-৬)	
৬।	সহকারী পরিচালক	৮(আট) টি	টাকা ২২০০০—৫৩০৬০ (গ্রেড-৯)	
৭।	সহকারী পরিচালক (গবেষণা)	২(দুই) টি	টাকা ২২০০০—৫৩০৬০ (গ্রেড-৯)	
৮।	সহকারী প্রোগ্রামার	১(এক) টি	টাকা ২২০০০—৫৩০৬০ (গ্রেড-৯)	
৯।	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১(এক) টি	টাকা ২২০০০—৫৩০৬০ (গ্রেড-৯)	
১০।	লাইব্রেরিয়ান	১(এক) টি	টাকা ১৬০০০—৩৮৬৪০ (গ্রেড-১০)	
১১।	কম্পিউটার অপারেটর	২(দুই) টি	টাকা ১১০০০—২৬৫৯০ (গ্রেড-১৩)	
১২।	উচ্চমান সহকারী	২(দুই) টি	টাকা ১০২০০—২৪৬৮০ (গ্রেড-১৪)	
১৩।	ব্যক্তিগত সহকারী	১০(দশ) টি	টাকা ১০২০০—২৪৬৮০ (গ্রেড-১৪)	
১৪।	স্টোর কিপার	১(এক) টি	টাকা ১০২০০—২৪৬৮০ (গ্রেড-১৪)	
১৫।	হিসাবরক্ষক	১(এক) টি	টাকা ১০২০০—২৪৬৮০ (গ্রেড-১৪)	
১৬।	ক্যাশিয়ার	১(এক) টি	টাকা ৯৩০০—২২৪৯০ (গ্রেড-১৬)	
১৭।	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	৭(সাত) টি	টাকা ৯৩০০—২২৪৯০ (গ্রেড-১৬)	
১৮।	গাড়িচালক	৮(আট) টি	টাকা ১৭,০৪৪ সাকুল্যে	(ক) আউট সোর্সিং নীতিমালা অনুসারে পূরণ যোগ্য (খ) বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন ঢাকায় অবস্থিত বিধায় ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার জন্য ধার্য সাকুল্য বেতন প্রযোজ্য।
১৯।	জারিকারক	১(এক) টি	টাকা ১৫,৮০০ সাকুল্যে	(ক) আউট সোর্সিং নীতিমালা অনুসারে পূরণ যোগ্য (খ) বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন ঢাকায় অবস্থিত বিধায় ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার জন্য ধার্য সাকুল্য বেতন প্রযোজ্য।
২০।	অফিস সহায়ক	১১(এগারো) টি	টাকা ১৫,৫৫০ সাকুল্যে	(ক) আউট সোর্সিং নীতিমালা অনুসারে পূরণ যোগ্য (খ) বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন ঢাকায় অবস্থিত বিধায় ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার জন্য ধার্য সাকুল্য বেতন প্রযোজ্য।
২১।	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	২(দুই) টি		
২২।	নিরাপত্তা প্রহরী	২(দুই) টি		

মোট= ৭৩টি (২৪ টি আউট সোর্সিংসহ)

২। এই আদেশ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৩-০৫-২০০৩ খ্রিস্টাব্দ তারিখের মপবি/ক:বি:শা:/কপগ-১১/২০০১-১১১ সংখ্যক আদেশের ভিত্তিতে জারি করা হলো।

৩। উপর্যুক্ত পদ সৃজন প্রস্তাবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের, অর্থ মন্ত্রণালয়ের (রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান-৪ শাখা এবং বাস্তবায়ন-৫ শাখা এর), প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন গ্রহণ করা হয়েছে।

৪। এই সংক্রান্ত ব্যয় বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের জন্য বাজেট বরাদ্দের যথাযথ খাত থেকে নির্বাহ করা হবে।

৫। এতদসংক্রান্ত সকল বিধি-বিধান ও আনুষ্ঠানিকতা প্রতিপালনসহ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো।

এস. এম. মাসুদুর রহমান
উপসচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

জননিরাপত্তা বিভাগ

শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৬ চৈত্র ১৪২৪/২০ মার্চ ২০১৮

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০১০.১৮-২১—জনাব মোঃ আব্দুল কাদের, সহকারী পুলিশ সুপার, ইন-সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টার, নওগাঁ এর বিরুদ্ধে তার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী মোসাঃ সালেহা আক্তার কর্তৃক বিজ্ঞ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল আদালত-৪, ঢাকায় দায়েরকৃত নারী ও শিশু নির্যাতন দমন মামলা নং-৪০৪/২০১৭ এবং সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, ঢাকায় যৌতুক নিরোধ আইনের ৪ ধারায় সি. আর মামলা নং-৫৭৮/১৭ দায়ের করেন। অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত মামলায় গত ২৩-১১-২০১৭ তারিখে বিজ্ঞ আদালতে হাজির হয়ে জামিনে মুক্তি লাভ করেন; এবং

২। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ED (Reg. VII)/S-123/78-115(500), Dacca the 21st November, 1978 এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জামিনপ্রাপ্ত কর্মকর্তা Taken into custody মর্মে গণ্য হবেন বিধায় তাকে চাকরি হতে বরখাস্ত করা সমীচীন।

৩। সেহেতু, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অফিস মেমোরেন্ডাম (MEMORANDUM NO-ED (Reg.vii)s-123/78-115 (500), Date. Dacca the 21st November, 1978 অনুযায়ী সহকারী পুলিশ সুপার, জনাব মোঃ আব্দুল কাদের-কে চাকরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো।

৪। বাংলাদেশ সার্ভিস রুল (বি.এস.আর) পার্ট-১, বিধি-৭১ মোতাবেক সাময়িক বরখাস্তকালীন তিনি খোরাকী ভাতা প্রাপ্য হবেন।

৫। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোস্তফা কামাল উদ্দীন
সচিব।

আইন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ০১ চৈত্র ১৪২৪/১৫ মার্চ ২০১৮

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০৪৬.১৭-১৮৪—লালমনিরহাট জেলার হাতীবান্ধা থানার মামলা নং-৩৪, তারিখ : ২৯-০৮-২০১৭ এ তদন্তে এবং ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত মোবাইল ফোন, বিভিন্ন প্রকার জিহাদী বই, ডায়েরী ও অন্যান্য মালামাল ইত্যাদি পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা পরস্পর যোগসাজশে দেশের অখণ্ডতা, জননিরাপত্তা বিপন্ন করাসহ চলমান সরকারকে উৎখাত করে দেশের মধ্যে জঙ্গি তৎপরতা চালিয়ে বড় ধরনের ক্ষতি সাধনের ষড়যন্ত্র করার অপরাধে জড়িত।

তদন্তে আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্দ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০৪৬.১৭-১৮৫—রাজশাহী জেলার মতিহার থানার মামলা নং-১৬, তারিখ ১০-০৩-২০১৭ এ তদন্তে এবং ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত বিভিন্ন জিহাদী বই ইত্যাদি পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠনের সদস্য পদ গ্রহণ ও সমর্থন করে সদস্য সংগ্রহ ও সন্ত্রাসী বই দখলে রাখার অপরাধে জড়িত।

তদন্তে আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্দ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০৪৬.১৭-১৮৬—শেরপুর জেলার ঝিনাইগাতী থানার মামলা নং-০৭, তারিখ : ১৩-০৮-২০১৬ এর তদন্তে এবং ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত স্কচটেপ, ককটেল তৈরীর উপকরণ, সিমসহ মোবাইন ফোন, বিভিন্ন প্রকার জিহাদী বই ইত্যাদি পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা বিভিন্ন প্রকার ভিডিও চলমান জঙ্গি কর্মকান্ডকে উস্কে দেওয়া এবং সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে লোকদের প্ররোচিত করার অপরাধে জড়িত।

তদন্তে আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্দ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০৪৬.১৭-১৮৭—ঢাকা জেলার ভাটারা থানার মামলা নং-০৪(০৫)১৭ এর তদন্তে এবং ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত ল্যাপটপ, মোবাইল সেট, সিম, বিভিন্ন প্রকার জিহাদী বই, ব্যাগ ইত্যাদি পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা পরস্পর যোগসাজশে নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন আনসার আল ইসলাম এর সদস্য পদ গ্রহণ করে আদর্শ ও সত্ত্বাকে সমর্থ ও প্রচারপূর্বক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ করার পরিকল্পনায় লিপ্ত হওয়ার অপরাধে জড়িত।

তদন্তে আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্দ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০৪৬.১৭-১৮৮—ঢাকা জেলার মিরপুর থানার মামলা নং-৬৪(০৫)১৬ এ তদন্তে এবং ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত বিভিন্ন প্রকার জিহাদী বই, ব্যাগ ইত্যাদি পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা জেএমবির সদস্য হয়ে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড সংগঠনের উদ্দেশ্যে সমবেত হওয়া ও সহায়তা করার অপরাধে জড়িত।

তদন্তে আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্দ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০৪৬.১৭-১৮৯—ঢাকা জেলার মতিঝিল থানার মামলা নং-২০(০৬)১৬ এর তদন্তে এবং ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত বিভিন্ন প্রকার লিফলেট, কম্পিউটার, পোষ্টার, মোবাইল ও অন্যান্য মালামাল ইত্যাদি পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা হিযবুত তাহরীর এর ব্যানারে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করার লক্ষ্যে সরকার বিরোধী বিভিন্ন মিথ্যা ভিত্তিহীন উসকানিমূলক তথ্য সম্বলিত পোষ্টার নিজ হেফাজতে রেখে জনগণের মধ্যে বিতরণ করার অপরাধে জড়িত।

তদন্তে আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্দ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হল।

তারিখ : ০৬ চৈত্র ১৪২৪/২০ মার্চ ২০১৮

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০৪৬.১৭-২২৩—চট্টগ্রাম জেলার কোতোয়ালী থানার মামলা নং-৬০, তারিখ : ২৭-০৭-২০১৬ এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত বিভিন্ন প্রকার জিহাদী বই, ম্যাগাজিন, লিফলেট, প্রিন্টার ল্যাপটপ ইত্যাদি পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা হিযবুত তাহরীর এর সক্রিয় সদস্য হয়ে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরণের ভ্রান্তিমূলক তথ্য সম্বলিত বই নিজ হেফাজতে রাখার অপরাধে জড়িত।

তদন্তে আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্দ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হল।

তারিখ : ০৭ চৈত্র ১৪২৪/২১ মার্চ ২০১৮

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০৫৭.১৭-২২৫—বিজ্ঞ অতিরিক্ত চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট জয়পুরহাট আদালতের পিটিশন মামলা নং-২১৪পি/২০১৭ (জয়:), তারিখ : ১৩-১২-২০১৭ এ তদন্তে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় দণ্ডবিধি, ১৮৬০ এর ১২৩(ক)/ ১২৪(ক) ধারায় মামলা রুজুর লক্ষ্যে ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ১৯৬ বিধান মোতাবেক এতদ্দ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০৫৭.১৭-২২৬—বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট-১ এর এম/পি মামলা নং-১৩৩-১৭ (নড়াইল) এ তদন্তে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় দণ্ডবিধি, ১৮৬০ এর ১২৩ (ক)/১২৪(ক)/৫০০/৫০১/৫০৫ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৫৭(ক) ধারায় মামলা রুজুর লক্ষ্যে ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ১৯৬ বিধান মোতাবেক এতদ্দ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০৫৭.১৭-২২৭—বিজ্ঞ ১নং আমল গ্রহণকারী আদালত, মৌলভীবাজার এর পিটিশন মামলা নং-৬৮৯/১৭ (সদর) এর তদন্তে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় দণ্ডবিধি, ১৮৬০ এর ১২৩(ক)/১২৪(ক)/৫০৫ ধারায় মামলা রুজুর লক্ষ্যে ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ১৯৬ বিধান মোতাবেক এতদ্দ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০৫৭.১৭-২২৮—খুলনা জেলার পাইকগাছা থানার সাধারণ ডায়রী নং-৭৯০, তারিখ : ১৭-১২-২০১৭ এর তদন্তে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র ও রাষ্ট্রদ্রোহীতার অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় দণ্ডবিধি, ১৮৬০ এর ১২০(খ) ও ১২৪(ক) ধারায় মামলা রুজুর লক্ষ্যে ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ১৯৬ বিধান মোতাবেক এতদ্দ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০৫৭.১৭-২২৯—পটুয়াখালী জেলার বাউফল থানার সাধারণ ডায়রী নং-৩৮৬, তারিখ : ১১-০৬-২০১৬ এর তদন্তে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় দণ্ডবিধি, ১৮৬০ এর ১২০(খ) ধারায় মামলা রুজুর লক্ষ্যে ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ১৯৬ বিধান মোতাবেক এতদ্দ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

তাহমিনা বেগম
উপসচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
(উন্নয়ন-১ শাখা)

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ০৪ চৈত্র ১৪২৪/১৮ মার্চ ২০১৮

নং ৪৬.০৬৭.০০৩.০০.০০.০০৬.২০১৫-৩০২—যেহেতু, জনাব শেখ মোঃ আবু জাকির সেকান্দার, হবিগঞ্জ জেলায় নির্বাহী প্রকৌশলী দপ্তরে সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে কর্মরত থেকে এলজিইডির আওতায় বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের অধীন হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জ উপজেলার আরুয়া-কলকলিয়া উপ-প্রকল্প (এসপি নং-৩১০০৪), আনোয়ার খালি খাল পুনঃখনন (এসপি নং-৩৫১৭২) এবং বাহুবল উপজেলার ধুলিয়াছড়া খালের উপর হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ উপ-প্রকল্প (এসপি নং ৩৪১৫০) এর কাজ বাস্তবায়নে অনিয়মের অভিযোগে এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধিতে বর্ণিত যথাক্রমে অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়; এবং

যেহেতু, তাঁর বিরুদ্ধে দাখিলকৃত জবাব এবং ব্যক্তিগত শুনানীতে প্রদত্ত বক্তব্য সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় বিভাগীয় মামলায় বর্ণিত অভিযোগসমূহ তদন্ত করার জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের পরিচালক (যুগ্মসচিব), ম.ই.ই. উইং জনাব এ, বি, এম, আরশাদ হোসেনকে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

যেহেতু, জনাব শেখ মোঃ আবু জাকির সেকান্দার, নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, হবিগঞ্জ এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ মোতাবেক রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার "দ্বিতীয় কারণ দর্শনো" নোটিশের প্রেক্ষিতে তিনি জবাব দাখিল করেছেন; এবং

যেহেতু, অভিযোগ ও তদন্ত প্রতিবেদন এবং অভিযুক্তের দুই দফা জবাব পর্যালোচনায় দেখা যায় জনাব শেখ মোঃ আবু জাকির সেকান্দার, নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, হবিগঞ্জ তাঁর জবাবে উল্লেখ করেছেন আরুয়া-কলকলিয়া (এসপি নং-৩১০০৪) উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ ২৫-০১-২০১২ ইং তারিখে সম্পন্ন করা হয়েছে এবং ১৮-১২-২০১৩ ইং তারিখে উপ-প্রকল্পটি হস্তান্তর করা হয়েছে।

জামানতের টাকা ফেরত প্রদান করা হয়েছে ২১-০৮-২০১৪ ইং। তিনি গত ১১-১১-২০১৪ তারিখে হবিগঞ্জ জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ফলে উক্ত অভিযোগসমূহ তাঁর যোগদানের পূর্বে সংঘটিত হয়েছে। তিনি নির্বাহী প্রকৌশলীর দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর উক্ত উপ-প্রকল্পটি কার্যকর করার জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনেন এবং উপ-প্রকল্পটি কার্যকর করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, যা বাস্তবায়নাধীন; এবং

যেহেতু, আনোয়ার খালি খাল পুনঃখনন (এসপি নং-৩৫১৭২) উপ-প্রকল্পের বাস্তবায়িত কাজের অতিরিক্ত ১৬,৫২,০৩৯.৫৩–১০,৮৭,১৭৮.৫৩= ৫,৬৪,৮৬১.০০ টাকা বিল প্রদানের অভিযোগের জবাবে তিনি জানান দায়িত্বভার গ্রহণ করার পূর্বে সংঘটিত হয়েছে। তাঁর দায়িত্বভার গ্রহণ করে উপ-প্রকল্পের ১০,৮৭,১৭৮.৫৩ টাকা সীট পাইলের মূল্য ফেরত প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারকে পত্র প্রদান করেন। সে মতে ঠিকাদার উক্ত সমুদয় অর্থ ফেরত প্রদান করেন। বর্তমানে উক্ত উপ-প্রকল্পের কাজ প্রায় সমাপ্তির পথে এবং ঠিকাদার অতিরিক্ত গৃহীত অর্থের কাজ সমন্বয় করেছেন। ফলে বর্তমান ঠিকাদারের নিকট কোন অতিরিক্ত পাওনা নেই; এবং

যেহেতু, ধুলিয়াছড়া খালের উপর হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ (এসপি নং ৩৪১৫০) উপ-প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজের অতিরিক্ত ১২,২০,৩৫৩.০০ টাকার বিল প্রদানে সহায়তা করেন এবং উক্ত উপ-প্রকল্পে বিল প্রদানের ক্ষেত্রে ঠিকাদার কর্তৃক প্রদত্ত ৭% ডিসকাউন্ট চলতি বিল প্রদানে নির্বাহী প্রকৌশলী থাকা অবস্থায় অনিয়ম সংঘঠিত হয়নি। নির্বাহী প্রকৌশলী হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর ঠিকাদারের মাধ্যমে অধিকাংশটাই সমন্বয় করা হয়েছে। ৭% ডিসকাউন্টের বিষয়টি তাঁর নজরে আসার পর ঠিকাদারকে উক্ত অর্থ (অতিরিক্ত প্রদান) ফেরত প্রদানের জন্য পত্র প্রদান করেন। ঠিকাদার কর্তৃক গৃহীত অতিরিক্ত অর্থের সমন্বয় করা হয়েছে মর্মে জবাবে উল্লেখ করেছেন ; এবং

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা তাঁর প্রতিবেদনে জনাব শেখ মোঃ আবু জাকির সেকান্দারকে দোষী প্রমাণিত মর্মে মন্তব্য করেছেন; এবং

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা আরো মন্তব্য করেছেন যে, বর্ণিত ৩টি প্রকল্পের মূল ডিজাইন মাঠের অবস্থার উপযোগীতা বিবেচনা করা হয়নি। ফলে অনেক ত্রুটিবিচ্যুতি প্রকল্প বাস্তবায়নে ধরা পরে। এক্ষেত্রে প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক, জনাব মশিউর রহমান, ডিজাইন অনুমোদন করেছেন এবং কনসালটেন্ট জনাব নুরুল আমিন মাঠ পর্যায়ে সার্বক্ষণিক বাস্তবায়ন কাজ মনিটরিং করেছেন। এমকি তিনি প্রকল্প ৩টির কাজ সম্পাদনের চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রদান করেছেন। তার ভিত্তিতেই চূড়ান্ত বিল, প্রকল্প হস্তান্তর এবং ঠিকাদারের জামানতের টাকা প্রদান করা হয়েছে। জনাব নুরুল আমিন সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করলে তৎকালীন নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মোঃ রবিউল ইসলাম প্রকল্প ৩টির বাস্তবায়নে বর্ণিত বিপর্যয়কর অবস্থার সৃষ্টি বা সহযোগীদের নিয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারতেন না। সার্বিক বিবেচনায় প্রতীয়মান হয় মূল পরিকল্পনা ও ডিজাইন এলজিইডি সদর দপ্তর থেকে সম্পন্ন হয়েছে। কনসালটেন্ট কর্তৃক সার্বক্ষণিক বাস্তবায়ন, মনিটরিং করেছে। কনসালটেন্ট জনাব নূরুল আমিন প্রকল্প ৩টির কাজ সম্পাদনের চূড়ান্ত বিল প্রকল্প হস্তান্তর এবং ঠিকাদারের জামানতের টাকা প্রদান করা হয়েছে; এবং

যেহেতু, ইতোমধ্যে তৎকালীন নির্বাহী প্রকৌশলীর স্বেচ্ছাচারিতার মাধ্যমে অতিরিক্ত বিল প্রদান, অধঃস্তন কর্মকর্তাদের মাপবহি ও বিল বহিতে স্বাক্ষর করণে বাধ্য করার অপরাধে জনাব মোঃ রবিউল ইসলামকে পদাবনতির দণ্ড প্রদান করা হয়েছে; এবং

যেহেতু, জনাব শেখ মোঃ আবু জাকির সেকান্দার, হবিগঞ্জ জেলায় নির্বাহী প্রকৌশলী দপ্তরে সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে কর্মরত থেকে এলজিইডির আওতায় বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের অধীন হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জ উপজেলার আরুয়া-কলকলিয়া উপ-প্রকল্প (এসপি নং-৩১০০৪), আনোয়ার খালি খাল পুনঃখনন (এসপি নং-৩৫১৭২) এবং বাহুবল উপজেলার ধুলিয়াছড়া খালের উপর হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ উপ-প্রকল্প (এসপি নং ৩৪১৫০) এর কাজ বাস্তবায়নে অনিয়মে সহযোগিতা করেছেন; এবং

সেহেতু, জনাব শেখ মোঃ আবু জাকির সেকান্দার, নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব), এলজিইডি, হবিগঞ্জ এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের লিখিত জবাব, সংযুক্ত কাগজপত্র ও ব্যক্তিগত শুনানীতে প্রদত্ত বক্তব্য এবং তাঁর অপরাধের প্রকৃতি বিবেচনা করে তাঁর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় ১৯৮৫ সনের সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালায় ৩(এ) বিধি অনুযায়ী অসদাচনের অপরাধে একই বিধিমালার ৪(২) এর বিধান মোতাবেক তাঁকে "তিরষ্কার" দণ্ড প্রদান করা হল। বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হলো।

আমার কথিত মতে টাইপকৃত ও সংশোধিত।

নং ৪৪৬.০০.০০০০.০৬৭.২৭.০১৬.২০১৬-৩০৩—যেহেতু, জনাব নির্মল কুমার বিশ্বাস, নির্বাহী প্রকৌশলী (প্রেষণে), এলজিইডির আওতায় গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের, এলজিইডির সদর দপ্তর, ঢাকা এর বিরুদ্ধে মাদারীপুর জেলার এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ১৬টি প্রকল্পের অনিয়মের অভিযোগের বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে। এ কারণে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি নির্দেশনা অমান্যের কারণে স্থানীয় সরকার বিভাগের তারিখ : ০৪-১২-২০১৬ স্মারক নং-৪৬.০০.০০০০.০৬৭.২৭.০১৬.২০১৬-৯৯৪ মূলে তাঁকে কারণ দর্শাতে পত্র প্রেরণ করা হয়; এবং

যেহেতু, স্থানীয় সরকার বিভাগের ০৪-১২-২০১৬ খ্রিঃ তারিখের নং-৪৬.০০.০০০০.০৬৭.২৭.০১৬.২০১৬-৯৯৪ স্মারকমূলে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ মোতাবেক ৩(এ) ও ৩(বি) বিধিতে অদক্ষতা ও অসদাচরণের দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়; এবং

যেহেতু, জনাব নির্মল কুমার বিশ্বাস তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিষয়ে বিস্তারিত জবাব পেশ করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানীর জন্য আবেদন করেন; এবং

যেহেতু, তাঁহার আবেদনের প্রেক্ষিতে গত ০৯-০৩-২০১৭ সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়। ব্যক্তিগত শুনানীতে তাঁর জবাব গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়।

যেহেতু, তাঁর দাখিলকৃত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানীতে প্রদত্ত বক্তব্য, তদন্ত কর্মকর্তার প্রতিবেদন এবং আনুষঙ্গিক রেকর্ডপত্র বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়।

যেহেতু, তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, তদন্ত কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদন এবং অভিযুক্তের দুই দফা জবাব এবং সংযুক্ত দলিলপত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় জনাব জনাব নির্মল কুমার বিশ্বাস, নির্বাহী প্রকৌশলী (প্রেষণে), গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প, এলজিইডির সদর দপ্তর (প্রাক্তন নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডির মাদারীপুর) এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর আওতায় রুজুকৃত বিভাগীয় মালায়-আনীত অভিযোগসমূহ পর্যালোচনায় প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নকালে অব্যবস্থাপনার জন্য ৩(এ) ধারায় আনীত অদক্ষতার অভিযোগটি প্রমাণিত হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে।

এক্ষণে সেহেতু, জনাব নির্মল কুমার বিশ্বাস, নির্বাহী প্রকৌশলী (প্রেষণে), এলজিইডির আওতায় গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের, এলজিইডির সদর দপ্তর, ঢাকা এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের লিখিত জবাব, সংযুক্ত কাগজপত্র ও ব্যক্তিগত শুনানীতে প্রদত্ত বক্তব্য এবং তাঁর অপরাধের প্রকৃতি বিবেচনা করে তাঁর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় ১৯৮৫ সনের সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালায় ৩(এ) বিধি অনুযায়ী অসদাচরণের অপরাধে একই বিধিমালার ৪(২) এর বিধান মোতাবেক তাঁকে "তিরস্কার" দণ্ড প্রদান করা হল। বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৬.০০.০০০০.০৬৭.২৭.০০৫.২০১৭-৩০৪—যেহেতু, জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম, উপ-প্রকল্প পরিচালক (চঃদাঃ) হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো উন্নয়ন ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প, এলজিইডি সদর দপ্তর, ঢাকা (পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পে নির্বাহী প্রকৌশলী (পুনর্বাসন) হিসেবে ন্যাস্তকৃত), এর উল্লিখিত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধিতে বর্ণিত অসদাচরণ ও বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়; এবং

যেহেতু, তিনি অভিযোগের বিষয়ে লিখিত জবাবে উল্লেখ করেছেন যে, গত ২০-১০-২০১৫ তারিখে তিনি উপ-প্রকল্প পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো উন্নয়ন ও জীবনমান প্রকল্পে যোগদান করার পর থেকেই তাঁর উপর অর্পিত সকল দায়িত্ব ও কর্তব্য সুন্দর, সঠিক, সফল ও যথাযথভাবে পালন করেছেন। তিনি যথাসময়ে কর্মস্থলে উপস্থিত হন। কর্তৃপক্ষের অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকেন নাই। যাহা তাঁর অফিসের দৈনন্দিন হাজিরা দেখলে বিষয়টি প্রমাণিত হবে; এবং

যেহেতু, ১৬-১০-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (সমন্বিত পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা) ইন্টারকমে তাঁকে খোজ করে তাৎক্ষণিকভাবে না পেলেও পরক্ষণেই তিনি কর্মস্থলে উপস্থিত হন, ফলে দাপ্তরিক কাজে কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়নি। ১৬-১০-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার কারণে তাঁকে কৈফিয়ত তলব করা হলে তিনি উক্ত কৈফিয়ত তলবের জবাব দাখিল করেন এবং পরবর্তীতে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (সমন্বিত পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা) এর সাথে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করেন এবং নিজের অবস্থান সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করেন; এবং

যেহেতু, হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো উন্নয়ন ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের সুপারভিশন মিশন কর্তৃক উক্ত প্রকল্পের উন্নয়ন কাজ পরিদর্শনকালে তিনি মিশনের সাথে সর্বপ্রকার যোগাযোগ করেন এবং সহযোগিতা প্রদান করেন এবং মিশনের সাথে মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনে অংশগ্রহণ করেন। এতে দাতা সংস্থার নিকট সরকারের ভাবমুর্তি ক্ষুন্ন হয়নি; এবং

যেহেতু, তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(এ) ও (বি) বিধিতে বর্ণিত যথাক্রমে অদক্ষতা ও অসদাচরণের পর্যায়ভুক্ত যে অপরাধের উল্লেখ করা হয়েছে, তা সঠিক নহে মর্মে জবাবে উল্লেখ করেছেন; এবং

যেহেতু, তিনি জবাবে আরও উল্লেখ করেছেন যে, বর্ণিত অভিযোগের উপর ভিত্তি করে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(এ) ও (বি) বিধিতে বর্ণিত যথাক্রমে অদক্ষতা ও অসদাচরণের পর্যায়ভুক্ত যে অপরাধের উল্লেখ করা হয়েছে, তা সঠিক নহে। তিনি অব্যাহতির আবেদন করেছেন; এবং

যেহেতু, জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম ব্যক্তিগত শুনানীর জন্য আবেদন করায় ০৫-১১-২০১৭ তারিখ তাঁর ব্যক্তিগত শুনানীর দিন ধার্য করা হয়। তিনি ০৫-১১-২০১৭ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানীতে অংশগ্রহণ করেননি। পরবর্তীতে ০৭-০১-২০১৮ তারিখ ১২.৩০ ঘটিকায় ব্যক্তিগত শুনানীর সময় ধার্য করা হয়। স্থানীয় সরকার বিভাগের নোটিশের পাশাপাশি প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি পত্র নং-৪৬.০২.০০০০.০০১.০৪.০৩১.১৭-৭০, তারিখ : ০৩-০১-২০১৮ মোতাবেক তাঁকে এই বিষয়ে অবহিত করেছেন। তিনি উল্লিখিত তারিখ ও সময়ে ব্যক্তিগত শুনানীতে উপস্থিত হননি; এবং

যেহেতু, জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম এর জবাব পর্যালোচনায় দেখা যায়, তিনি আনীত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তিনি ব্যক্তিগত শুনানীর জন্য আবেদন করেও পরপর দুইবার শুনানীতে অংশগ্রহণের জন্য উপস্থিত হননি। এ কারণে তাঁর বিরুদ্ধে দায়িত্বে অবহেলা ও অসদাচরণের অভিযোগ প্রমাণিত হয়; এবং

যেহেতু, এছাড়াও জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম, উপ-প্রকল্প পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প, এলজিইডি সদর দপ্তর, ঢাকা সাবেক কর্মস্থল মৌলভীবাজার জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) কর্মরত থাকাকালীন বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় মৌলভীবাজার জেলায় মৎস্য উন্নয়ন কর্মসূচি বিষয়ক ৬টি প্রশিক্ষণের আয়োজন না করে প্রশিক্ষণ বাবদ বরাদ্দকৃত ৬৬,০০০/- (ছিষট্টি হাজার) টাকা উত্তোলন করতঃ আত্মসাত করার অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়। সে মামলায় তাঁকে তিরস্কার দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়; এবং

সেহেতু, অভিযুক্তের সকল জবাব ও দলিলপত্র পর্যালোচনা করে অপরাধের প্রকৃতি বিবেচনায় জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম, নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা (সাবেক উপ-প্রকল্প পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) (প্রেষণে) হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প, এলজিইডি সদর দপ্তর, ঢাকা এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(২)(ই) বিধিতে বর্ণিত লঘু দণ্ড হিসেবে তাঁর বেতন তাঁর প্রাপ্য বেতন স্কেলের নিম্নধাপে অবনমিত রাখার' দণ্ড ২(দুই) বছরের জন্য আরোপ করা হল। ২(দুই) বছর পর তিনি বর্তমান স্কেলে (অর্থাৎ দণ্ড প্রদানের পূর্বের স্কেলে) বেতন ও বার্ষিক বর্ধিত বেতনাদি প্রাপ্য হবেন।

আবদুল মালেক
সচিব।

শোক বার্তা

তারিখ : ১৩ চৈত্র ১৪২৪/২৭ মার্চ ২০১৮

নং ৪৬.০০.০০০০.০৬৭.৯৯.০৮৪.১৭-৩৩৬—স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী, জনাব নাসির আহমেদ গত ১৯-০২-২০১৮ তারিখে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

মরহুম নাসির আগমেদ ১৮-০৯-২০০৬ তারিখে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরে সহকারী প্রকৌশলী/উপজেলা সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে চাকরিতে যোগদান করেন। তিনি কর্মজীবনে একজন নিষ্ঠাবান ও দায়িত্বশীল কর্মকর্তা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তাঁর এই মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

আবদুল মালেক
সচিব।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা কোষ-২

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২২ চৈত্র ১৪২৪/০৫ এপ্রিল ২০১৮

নং **০৫.০০.০০০০.২৩৯.১১.০০১.২০১৮-৫২৯**—বাংলাদেশ সরকারের (জিওবি)'র সম্পূর্ণ অর্থায়নে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাস্তবায়নাধীন'বিসিএস ক্যাডার কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারকে শক্তিশালীকরণ (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ে অনুমোদিত প্রকল্প দলিল অনুসারে যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র, ফার্নিচার, স্টেশনারি, বিবিধ ও অন্যান্য সেবা ক্রয়ের অন্য নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি স্বল্প-ক্রয়ের জন্য দরপত্র বা প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটি গঠন করা হলো:

সভাপতি

(১) উপসচিব (পরিকল্পনা)

সদস্য

(২) পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টরের একজন প্রতিনিধি

সদস্য-সচিব

(৩) সিনিয়র সহকারী সচিব ও সহকারী প্রকল্প পরিচালক

২. গঠিত কমিটির কার্যপরিধি নিম্নরূপ :

(i) The Committee will examine and follow the procedures and recommend for procurement of goods and services for the project.

(ii) TEC will suggest the PIO and the Project Steering Committee on the technical issues relating to procurement.

(iii) The Committee will monitor if there is any deviation from the standard procedures of the procurement as per PPA 2008.

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এস এম আবদুল্লাহ আল মামুন
সিনিয়র সহকারী সচিব।

অর্থ মন্ত্রণালয়
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
বীমা অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৪ এপ্রিল ২০১৮

নং **৫৩.০০.০০০০.৪১১.১১.০০১.১৭-১৮০**—বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০ এর ৫ (২) ধারা অনুযায়ী ড. এম মোশাররফ হোসেন, এফসিএ, পিতা জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, ফ্ল্যাট নং-৩/এফ, বাড়ি নং-৪১, রোড-৯/এ ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা'কে অন্যান্য সকল প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক পরিত্যাগের শর্তে নিয়োগের তারিখ হতে ০৩(তিন) বছরের জন্য বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের সদস্য পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ প্রদান করা হলো।

২। বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০ এর ধারা ১২ অনুযায়ী বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের সদস্য হিসেবে তাঁর পারিশ্রমিক, ভাতা ও অন্যান্য শর্তাদি সরকার কর্তৃক স্থিরীকৃত হবে।

৩। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো।

৪। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সাঈদ কুতুব
উপসচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

আদেশ

তারিখ: ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ খ্রি:

নং বিচার-৭/২এন-২৮/২০১৪-১০৭—হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২(২০১২ সনের ৪০ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে জনাব সুমন্ত কুমার রায়, পিতা-অনিল চন্দ্র রায়, মাতা-ললিতা রানী রায়, গ্রাম-দক্ষিণ চান্দখানা, ডাকঘর-কাজির হাট, উপজেলা-ডোমার, জেলা-নীলফামারী। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নীলফামারী জেলার ডোমার উপজেলার জন্য হিন্দু বিবাহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। মন্ত্রণালয় বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা নিয়োগ লাভকারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই নিয়োগ বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রণালয় যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

বুলবুল আহমেদ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
তদন্ত ও শৃঙ্খলা অধিশাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ০৫ এপ্রিল ২০১৮/২২ চৈত্র ১৪২৪

নং ৩৫.০০.০০০০.০২৮.২৭.০১৭.১৭-৯৮—যেহেতু, জনাব সুবোধ কুমার সরকার (পরিচিতি নম্বর ০০৫০৭৬), প্রকল্প পরিচালক (অঃপ্রঃপ্রঃ, চঃদাঃ), টেকনিক্যাল এসিস্ট্যান্ট ফর সাব রিজিওনাল রোড ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট প্রিপারেটরি ফ্যাসিলিটি-II, ঢাকা গত ১৫-০১-২০১৩ থেকে ৩১-১২-২০১৪ তারিখ পর্যন্ত তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সিলেট সড়ক সার্কেল হিসেবে কর্মরত ছিলেন। উক্ত

সময়কালে তিনি নিয়ম বহির্ভূতভাবে ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে ২৩-০৭-২০১৪ হতে ২৭-১০-২০১৪ তারিখ পর্যন্ত ৭৬টি প্রাক্কলন অনুমোদনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কোড নং***৪৯৩৬-বুটিন মেইনটেন্যান্স উপখাতে মোট ৭৪.০৪ লক্ষ টাকা বকেয়া সৃষ্টি করেন; এবং

যেহেতু, তাঁর এহেন কার্যক্রম এ বিভাগের ০১-০৭-২০১৪ তারিখের ৩৫.০০.০০০০.০১৫.২০.০১৯.১২(অংশ-১)-৩৮৭ সংখ্যক পরিপত্রে প্রদত্ত সুস্পষ্ট নির্দেশনার পরিপন্থী ;এবং

যেহেতু, সরকারের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা হিসেবে তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছেন এবং কর্তব্য কাজে অবহেলা ও দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছেন। এতে জনস্বার্থ দারুণভাবে বিঘ্নিত হয়েছে ও সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হয়েছে; এবং

যেহেতু, তাঁর উপর্যুক্ত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ২(এফ) বিধি অনুযায়ী অসদাচরণ; এবং

যেহেতু, তাঁর উপরোল্লিখিত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) অনুযায়ী অসদাচরণ এর পর্যায়ভুক্ত তাকে উক্ত অভিযোগে অভিযুক্ত করে বিভাগীয় মামলা নম্বর ০৫/২০১৭ রুজু করা হয়; এবং

যেহেতু, উক্তরূপ কার্যকলাপের জন্য কেন তাকে একই বিধিমালার ৪(৩)(ডি) বিধি-মোতাবেক চাকুরী হতে বরখাস্ত (Dismissal from Service) করা হবে না বা উপযুক্ত অন্য কোন শাস্তি দেয়া হবে না তা অভিযোগনামা প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে লিখিতভাবে জানানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। তিনি ব্যক্তিগত শুনানির মাধ্যমে কোন কিছু জ্ঞাত করাতে চান কিনা কিংবা তার বক্তব্যের সমর্থনে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপন করতে চান কিনা তাও লিখিত জবাবে উল্লেখ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়; এবং

যেহেতু, তিনি গত ১৭-০৮-২০১৭ তারিখ তার বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার জবাব পেশ করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানীর ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সে প্রেক্ষিতে গত ২১-০৯-২০১৭ তারিখ তার ব্যক্তিগত শুনানী অনুষ্ঠিত হয়। লিখিত জবাব ও শুনানীকালে প্রদত্ত বক্তব্য সন্তোষজনক না হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৭(২)(সি) মোতাবেক বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য এ বিভাগের যুগ্মসচিব জনাব মনীন্দ্র কিশোর মজুমদার-কে গত ৩০-০১-২০১৮ তারিখ তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদনে জনাব সুবোধ কুমার সরকার-এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ২(এফ) অনুযায়ী একই বিধিমালার ৩(বি) বিধি মোতাবেক অসদাচরণ এবং ৪(৩)(ডি) বিধি মোতাবেক চাকুরী হতে বরখাস্ত বা উপযুক্ত অন্য কোন শাস্তিযোগ্য অপরাধের অভিযোগ সরকার পক্ষ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণে ব্যর্থ হওয়ায় অপ্রমাণিত মর্মে উল্লেখপূর্বক গত ১৪-০৩-২০১৮ তারিখ তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন; এবং

সেহেতু, এক্ষণে, জনাব সুবোধ কুমার সরকার (পরিচিতি নম্বর ০০৫০৭৬), প্রকল্প পরিচালক (অঃ প্রঃ প্রঃ, চঃ দাঃ), টেকনিক্যাল এসিসট্যান্ট ফর সাব রিজিওনাল রোড ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট প্রিপারেটরি ফ্যাসিলিটি-II, ঢাকা (সাবেক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সিলেট সড়ক সার্কেল)-কে তাঁর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলা নম্বর ০৫/২০১৭ হতে অব্যাহতি প্রদান করা হল।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৩৫.০০.০০০০.০২৮.২৭.০১৮.১৭-৯৯—যেহেতু, জনাব আবু এহতেশাম রাশেদ (পরিচিতি নম্বর ০০১০২১), নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক বিভাগ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া গত ১০-১২-২০১২ থেকে ১৫-১০-২০১৪ তারিখ পর্যন্ত নির্বাহী প্রকৌশলী, সিলেট সড়ক বিভাগ হিসেবে কর্মরত ছিলেন। উক্ত সময়কালে তিনি নিয়ম বহির্ভূতভাবে ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে ২৩-০৭-২০১৪ হতে ২৭-১০-২০১৭ তারিখ পর্যন্ত ৭৬টি দরপত্রের সিএস অনুমোদনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কোড নং***৪৯৩৬-বুটিন মেইনটেন্যান্স উপখাতে মোট ৭৪.০৪ লক্ষ টাকা বকেয়া সৃষ্টি করেন; এবং

যেহেতু, তাঁর এহেন কার্যক্রম এ বিভাগের ০১-০৭-২০১৪ তারিখের ৩৫.০০.০০০০.০১৫.২০.০১৯.১২(অংশ-১)-৩৮৭ সংখ্যক পরিপত্রে প্রদত্ত সুস্পষ্ট নির্দেশনার পরপন্থী ;এবং

যেহেতু, সরকারের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা হিসেবে তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছেন এবং কর্তব্য কাজে অবহেলা ও দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছেন। এতে জনস্বার্থ দারুণভাবে বিঘ্নিত হয়েছে ও সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হয়েছে; এবং

যেহেতু, তাঁর উপর্যুক্ত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ২(এফ) বিধি অনুযায়ী অসদাচরণ; এবং

যেহেতু, তাঁর উপরোল্লিখিত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) অনুযায়ী অসদাচরণ এর পর্যায়ভুক্ত হওয়ায় তাকে উক্ত অভিযোগে অভিযুক্ত করে বিভাগীয় মামলা নম্বর ০৬/২০১৭ রুজু করা হয়; এবং

যেহেতু, উক্তরূপ কার্যকলাপের জন্য কেন তাঁকে একই বিধিমালার ৪(৩)(ডি) বিধি-মোতাবেক চাকুরী হতে বরখাস্ত (Dismissal from Service) করা হবে না বা উপযুক্ত অন্য কোন শাস্তি দেয়া হবে না তা অভিযোগনামা প্রাপ্তির ১০(দশ) কার্যদিবসের মধ্যে লিখিতভাবে জানানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। তিনি ব্যক্তিগত শুনানির মাধ্যমে কোন কিছু জ্ঞাত করাতে চান কিনা কিংবা তার বক্তব্যের সমর্থনে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপন করতে চান কিনা তাও লিখিত জবাবে উল্লেখ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়; এবং

যেহেতু, তিনি গত ১৩-০৮-২০১৭ তারিখ তার বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার জবাব পেশ করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানীর ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সে প্রেক্ষিতে গত ২১-০৯-২০১৭ তারিখ তার ব্যক্তিগত শুনানী অনুষ্ঠিত হয়। লিখিত জবাব ও শুনানীকালে প্রদত্ত বক্তব্য সন্তোষজনক না হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৭(২)(সি) মোতাবেক বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য এ বিভাগের উপসচিব জনাব মোহাম্মদ ফারুক হোসেন-কে গত ৩০-০১-২০১৮ তারিখ তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদনে জনাব আবু এহতেশাম রাশেদ-এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) মোতাবেক অসদাচরণ-এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি মর্মে উল্লেখপূর্বক গত ২২-০৩-২০১৮ তারিখ তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন; এবং

সেহেতু, এক্ষণে, জনাব আবু এহতেশাম রাশেদ (পরিচিতি নম্বর ০০১০২১), নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক বিভাগ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া (সাবেক নির্বাহী প্রকৌশলী, সিলেট)-কে তাঁর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলা নম্বর ০৬/২০১৭ হতে অব্যাহতি প্রদান করা হল।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৩৫.০০.০০০০.০২৮.২৭.০২০.১৭-১০০—যেহেতু, জনাব মীর নিজাম উদ্দিন আহমেদ (পরিচিতি নম্বর ৬০২১৫৬), নির্বাহী প্রকৌশলী (চঃদাঃ), সড়ক বিভাগ, পটুয়াখালী গত ১১-০২-২০১৩ থেকে ২৬-০২-২০১৫ তারিখ পর্যন্ত সিলেট সড়ক উপ-বিভাগে কর্মরত ছিলেন। উক্ত কর্মকালে তিনি নিয়ম বহির্ভূতভাবে ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে ২৩-০৭-২০১৪ হতে ২৭-১০-২০১৪ তারিখ পর্যন্ত সময়ে ৪৯টি দরপত্রের কার্যাদেশ প্রদানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কোড নং***৪৯৩৬-রুটিন মেইনটেন্যান্স উপখাতে মোট ৪৮.০১ লক্ষ টাকা বকেয়া সৃষ্টি করেন; এবং

যেহেতু, তাঁর এহেন কার্যক্রম এ বিভাগের ০১-০৭-২০১৪ তারিখের ৩৫.০০.০০০০.০১৫.২০.০১৯.১২(অংশ-১)-৩৮৭ সংখ্যক পরিপত্রে প্রদত্ত সুস্পষ্ট নির্দেশনার পরিপন্থী ;এবং

যেহেতু, সরকারের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা হিসেবে তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছেন এবং কর্তব্য কাজে অবহেলা ও দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছেন। এতে জনস্বার্থ দারুণভাবে বিঘ্নিত হয়েছে ও সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হয়েছে; এবং

যেহেতু, তাঁর উপর্যুক্ত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ২(এফ) বিধি অনুযায়ী অসদাচরণ; এবং

যেহেতু, তাঁর উপরোল্লিখিত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) অনুযায়ী অসদাচরণ এর পর্যায়ভুক্ত হওয়ায় তাকে উক্ত অভিযোগে অভিযুক্ত করে বিভাগীয় মামলা নম্বর ০৮/২০১৭ রুজু করা হয়; এবং

যেহেতু, উক্তরূপ কার্যকলাপের জন্য কেন তাঁকে একই বিধিমালার ৪(৩)(ডি) বিধি-মোতাবেক চাকুরী হতে বরখাস্ত (Dismissal from Service) করা হবে না বা উপযুক্ত অন্য কোন শাস্তি দেয়া হবে না তা অভিযোগনামা প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে লিখিতভাবে জানানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। তিনি ব্যক্তিগত শুনানির মাধ্যমে কোন কিছু জ্ঞাত করাতে চান কিনা কিংবা তার বক্তব্যের সমর্থনে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপন করতে চান কিনা তাও লিখিত জবাবে উল্লেখ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়; এবং

যেহেতু, তিনি গত ১০-০৮-২০১৭ তারিখ তার বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার জবাব পেশ করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানীর ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সে প্রেক্ষিতে গত ২১-০৯-২০১৭ তারিখ তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী অনুষ্ঠিত হয়। লিখিত জবাব ও শুনানীকালে প্রদত্ত বক্তব্য সন্তোষজনক না হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৭(২)(সি) মোতাবেক বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য এ বিভাগের উপসচিব জনাব মোহাম্মদ ফারুক হোসেন-কে গত ৩০-০১-২০১৮ তারিখ তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদনে জনাব মীর নিজাম উদ্দিন আহমেদ-এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) মোতাবেক অসদাচরণ-এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি মর্মে উল্লেখপূর্বক গত ২২-০৩-২০১৮ তারিখ তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন; এবং

সেহেতু, এক্ষণে, জনাব মীর নিজাম উদ্দিন আহমেদ (পরিচিতি নম্বর ৬০২১৫৬), নির্বাহী প্রকৌশলী (চঃ দাঃ), সড়ক বিভাগ, পটুয়াখালী (সাবেক উপ বিভাগীয় প্রকৌশলী, সিলেট সড়ক উপ-বিভাগ)-কে তাঁর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলা নম্বর ০৮/২০১৭ হতে অব্যাহতি প্রদান করা হল।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৩৫.০০.০০০০.০২৮.২৭.০১৯.১৭-১০১—যেহেতু, জনাব রিতেশ বড়ুয়া (পরিচিতি নম্বর ৬০১৯৯৯), উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (চঃদাঃ), কিশোরগঞ্জ সড়ক উপ বিভাগ, কিশোরগঞ্জ গত ০৭-০৮-২০১১ থেকে ২৫-০১-২০১৫ তারিখ পর্যন্ত সিলেট সড়ক বিভাগাধীন বিশ্বনাথ সড়ক উপ-বিভাগে কর্মরত ছিলেন। উক্ত কর্মকালে তিনি নিয়ম বহির্ভূতভাবে ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে ২৩-০৭-২০১৪ হতে ২৭-১০-২০১৪ তারিখ পর্যন্ত সময়ে ২২টি দরপত্রের কার্যাদেশ প্রদানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কোড নং***৪৯৩৬-রুটিন মেইনটেন্যান্স উপখাতে মোট ২১.০৩ লক্ষ টাকা বকেয়া সৃষ্টি করেন; এবং

যেহেতু, তাঁর এহেন কার্যক্রম এ বিভাগের ০১-০৭-২০১৪ তারিখের ৩৫.০০.০০০০.০১৫.২০.০১৯.১২(অংশ-১)-৩৮৭ সংখ্যক পরিপত্রে প্রদত্ত সুস্পষ্ট নির্দেশনার পরিপন্থী ;এবং

যেহেতু, সরকারের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা হিসেবে তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছেন এবং কর্তব্য কাজে অবহেলা ও দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছেন। এতে জনস্বার্থ দারুণভাবে বিঘ্নিত হয়েছে ও সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হয়েছে; এবং

যেহেতু, তাঁর উপর্যুক্ত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ২(এফ) বিধি অনুযায়ী অসদাচরণ; এবং

যেহেতু, তাঁর উপরোল্লিখিত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) অনুযায়ী অসদাচরণ এর পর্যায়ভুক্ত হওয়ায় তাকে উক্ত অভিযোগে অভিযুক্ত করে বিভাগীয় মামলা নম্বর ০৭/২০১৭ রুজু করা হয়; এবং

যেহেতু, উক্তরূপ কার্যকলাপের জন্য কেন তাঁকে একই বিধিমালার ৪(৩)(ডি) বিধি-মোতাবেক চাকুরী হতে বরখাস্ত (Dismissal from Service) করা হবে না বা উপযুক্ত অন্য কোন শাস্তি দেয়া হবে না তা অভিযোগনামা প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে লিখিতভাবে জানানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। তিনি ব্যক্তিগত শুনানির মাধ্যমে কোন কিছু জ্ঞাত করাতে চান কিনা কিংবা তার বক্তব্যের সমর্থনে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপন করতে চান কিনা তাও লিখিত জবাবে উল্লেখ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়; এবং

যেহেতু, তিনি গত ২৪-০৮-২০১৭ তারিখ তার বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার জবাব পেশ করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানীর ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সে প্রেক্ষিতে গত ২১-০৯-২০১৭ তারিখ তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী অনুষ্ঠিত হয়। লিখিত জবাব ও শুনানীকালে প্রদত্ত বক্তব্য সন্তোষজনক না হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৭(২)(সি) মোতাবেক বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য এ বিভাগের উপসচিব জনাব অপূর্ব কুমার মন্ডল-কে গত ৩০-০১-২০১৮ তারিখ তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদনে জনাব রিতেশ বড়ুয়া-এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ২(এফ) বিধি অনুযায়ী অসদাচরণ-এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি মর্মে উল্লেখপূর্বক গত ২৫-০৩-২০১৮ তারিখ তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন; এবং

সেহেতু, এক্ষণে, জনাব রিতেশ বড়ুয়া (পরিচিতি নম্বর ৬০১৯৯৯), উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (চঃদাঃ), কিশোরগঞ্জ সড়ক উপ-বিভাগ, কিশোরগঞ্জ-কে তাঁর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলা নম্বর ০৭/২০১৭ হতে অব্যাহতি প্রদান করা হল।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৩৫.০০.০০০০.০২৮.২৭.০১১.১৭-১০২—যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ (পরিচিতি নম্বর ০০৬০০৮), নির্বাহী প্রকৌশলী, পিরিয়ডিক মেইনটেন্যান্স বিভাগ-১, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, ঢাকা সওজ অধিদপ্তরের অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের পেনশন মঞ্জুর বিষয়ে গত ২৮ আগস্ট ২০১৬ তারিখ সড়ক ও জনপথ প্রকৌশলী সমিতির পক্ষে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের GRS (Griebance Redress System)-এ অসত্য, বানোয়াট ও মিথ্যা তথ্য প্রকাশ করেন যা অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৫ এর নির্দেশ-৪ এর পরিপন্থী; এবং

যেহেতু, সে প্রেক্ষিতে এ বিভাগের ২২-০৯-২০১৬ তারিখের ৩৫.০২২.০০৫.০০.০০.০০৯.২০১২-৭৪৯ সংখ্যক স্মারকে তার নাম ও পদবিতে কৈফিয়ত তলব করা হলে তিনি গত ২৬-০৯-২০১৬ এবং ২৯-০৯-২০১৬ তারিখ কৈফিয়ত তলবের জবাব সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রকৌশলী সমিতির প্যাডে দাখিল করেন যা দাপ্তরিক রীতি বর্হিভূত; এবং

যেহেতু, তাঁর উপর্যুক্ত কার্যকলাপের কারণে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি অনুযায়ী অসদাচরণের অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা নম্বর ০২/২০১৭ রুজু করা হয়; এবং

যেহেতু, তিনি গত ২৩-০৩-২০১৭ ও ২৭-০৯-২০১৭ তারিখ তার বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার জবাব পেশ করলে জবাব পর্যালোচনায় সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৭(২)(সি) মোতাবেক বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য গত ১০-১০-২০১৭ তারিখ তদন্ত বোর্ড গঠন করা হয়; এবং

যেহেতু, তদন্ত বোর্ড কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে জনাব আবুল কালাম আজাদ-এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি মর্মে প্রতীয়মান হয় উল্লেখপূর্বক গত ১৪-০৩-২০১৮ তারিখ প্রতিবেদন দাখিল করেন; এবং

সেহেতু, এক্ষণে, জনাব মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ (০০৬০০৮), নির্বাহী প্রকৌশলী, পিরিয়ডিক মেইনটেন্যান্স বিভাগ-১ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা-কে তাঁর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলা নম্বর ০২/২০১৭ হতে অব্যাহতি প্রদান করা হল।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ নজরুল ইসলাম
সচিব।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
শাখা-জামস

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ৫ এপ্রিল ২০১৮ খ্রি:

নং ৩২.০০.০০০০.০৩৮.০৬.০০৩.১৮-১২—জাতীয় মহিলা সংস্থা আইন, ১৯৯১(১৯৯১ সনের ৯নং আইন) এর ১১(৩) উপধারা মোতাবেক উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ত্রিশাল ময়মনসিংহ এর ২২-১০-২০১৭ তারিখের ৫৭৯ নং পত্রের আলোকে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে জাতীয় মহিলা সংস্থার ত্রিশাল উপজেলা কমিটির সদস্য হিসেবে নির্দেশক্রমে মনোনীত করা হলো :

ক্রমিক নং	সংশ্লিষ্ট ধারা	সদস্য শ্রেণি	প্রস্তাবিত সদস্য	পদবি
০১	১১(১)(চ)	বিশিষ্ট মহিলা	বেগম জাহিদা ইয়াসমিন, আহ্বায়ক, উপজেলা মহিলা আওয়ামী লীগ, ত্রিশাল পিতা মোঃ আবুল হোসেন (সাবেক চেয়ারম্যান) স্বামী অধ্যক্ষ মোঃ সেলিমুল হক তরফদার, গালস স্কুল রোড, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।	চেয়ারম্যান
০২	১১(১)(ঘ)	সমাজ সেবী	বেগম উম্মে সালমা, পিতা মোঃ আবুল কালাম স্বামী সারোয়ার আহমেদ, ত্রিশাল বাজার, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।	সদস্য
০৩	১১(১)(গ)	শিক্ষিকা	বেগম ফারজানা সুলতানা, পিতা মৃত শহীদুল্লাহ স্বামী এরশাদুজ্জামান, দরিরামপুর, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।	সদস্য
০৪	১১(১)(চ)	বিশিষ্ট মহিলা	বেগম আকলিমা আক্তার, স্বামী আনোয়ার হোসেন আকন্দ নজরুল মঞ্চ সংলগ্ন, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।	সদস্য
০৫	১১(১)(চ)	বিশিষ্ট মহিলা	বেগম মাহবুবা সুলতানা, পিতা মোঃ আবুল হোসেন প্রযত্নে মোঃ হারুন আর রশিদ, বীররামপুর, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।	সদস্য

২। উপরে উল্লেখিত কমিটির সদস্যগণের মধ্য হতে ১নং ক্রমিকের বেগম জাহিদা ইয়াসমিন, উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৩। কমিটির মনোনীত চেয়ারম্যান ও উপরে বর্ণিত সদস্যগণ মনোনয়নের তারিখ হতে দুই বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। তবে শর্ত থাকে যে, সরকার উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে তাদেরকে পদ হতে অপসারণ করতে পারবে এবং তারাও সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোন সময় স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন।

নং ৩২.০০.০০০০.০৩৮.০৬.০০৩.১৮-১৩—জাতীয় মহিলা সংস্থা আইন, ১৯৯১(১৯৯১ সনের ৯নং আইন) এর ১১(৩) উপধারা মোতাবেক উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সোনারগাঁ নারায়ণগঞ্জ এর ১২-১০-২০১৭ তারিখের ১১১০ নং পত্রের আলোকে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে জাতীয় মহিলা সংস্থার সোনারগাঁ উপজেলা কমিটির সদস্য হিসেবে নির্দেশক্রমে মনোনীত করা হলো :

ক্রমিক নং	সংশ্লিষ্ট ধারা	সদস্য শ্রেণি	প্রস্তাবিত সদস্য	পদবি
০১	১১(১)(চ)	বিশিষ্ট মহিলা	ডালিয়া লিয়াকত, স্বামী লিয়াকত হোসেন খোকা সাং হাবিবপুর, পো: বড়নগর, সোনারগাঁও নারায়ণগঞ্জ	চেয়ারম্যান
০২	১১(১)(গ)	শিক্ষিকা	মাহমুদা ইসলাম ফেন্সী, স্বামী মোঃ তাজুল ইসলাম খোকা সাং দমদমা, পো: বড়নগর, সোনারগাঁও নারায়ণগঞ্জ	সদস্য
০৩	১১(১)(ঘ)	সমাজ সেবী	মোসা: জাহানারা আক্তার, স্বামী মতিউর রহমান সাং ভাটিবন্দর, পো: সোনারগাঁও, সোনারগাঁও নারায়ণগঞ্জ	সদস্য
০৪	১১(১)(চ)	বিশিষ্ট মহিলা	জাহেদা আকতার মনি, স্বামী মোহাম্মদ আলী সাং নোয়াইল, পোং আমিনপুর, সোনারগাঁও নারায়ণগঞ্জ।	সদস্য
০৫	১১(১)(চ)	বিশিষ্ট মহিলা	নাছিমা আক্তার, স্বামী মোঃ আবু বকর সিদ্দিক সাং আলমদী, পো: বারদী, সোনারগাঁও নারায়ণগঞ্জ।	সদস্য

২। উপরে উল্লেখিত কমিটির সদস্যগণের মধ্য হতে ১নং ক্রমিকের ডালিয়া লিয়াকত, উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৩। কমিটির মনোনীত চেয়ারম্যান ও উপরে বর্ণিত সদস্যগণ মনোনয়নের তারিখ হতে দুই বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। তবে শর্ত থাকে যে, সরকার উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে তাদেরকে পদ হতে অপসারণ করতে পারবে এবং তারাও সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোন সময় স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন।

নং ৩২.০০.০০০০.০৩৮.০৬.০০৩.১৮-১৪—জাতীয় মহিলা সংস্থা আইন, ১৯৯১(১৯৯১ সনের ৯নং আইন) এর ১১(৩) উপধারা মোতাবেক উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া এর ৩০ অক্টোবর ২০১৭ তারিখের ৬৩০ নং পত্রের আলোকে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে জাতীয় মহিলা সংস্থার ভেড়ামারা উপজেলা কমিটির সদস্য হিসেবে নির্দেশক্রমে মনোনীত করা হলো :

ক্রমিক নং	সংশ্লিষ্ট ধারা	সদস্য শ্রেণী	প্রস্তাবিত সদস্য	পদবি
০১	১১(১)(চ)	বিশিষ্ট মহিলা	মোছাঃ বলাকা পারভীন (সপ্না), স্বামী মোঃ আক্তারুজ্জামান মিঠু সাং প্রফেসর পাড়া, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া।	চেয়ারম্যান
০২	১১(১)(গ)	শিক্ষিকা	মোছাঃ নিলুফা ইয়াছমিন (ঝর্ণা), স্বামী মোঃ আমিরুল ইসলাম সাং ফারাকপুর, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া।	সদস্য
০৩	১১(১)(চ)	বিশিষ্ট মহিলা	মোছাঃ ওরশনারা আলম, স্বামী মোঃ রফিকুল আলম সাং ১৬ দাগ, বাহিরচর, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া।	সদস্য
০৪	১১(১)(চ)	বিশিষ্ট মহিলা	মোছাঃ মহুয়া জামান, স্বামী মোঃ আহাদুজ্জামান সাং মঠপাড়া, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া।	সদস্য
০৫	১১(১)(চ)	বিশিষ্ট মহিলা	মোছাঃ হাসিনা খানম, স্বামী মোঃ আবু সুফিয়ান সাং ফারাকপুর, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া।	সদস্য

২। উপরে উল্লেখিত কমিটির সদস্যগণের মধ্য হতে ১নং ক্রমিকের মোছাঃ বলাকা পারভীন (সপ্না), উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৩। কমিটির মনোনীত চেয়ারম্যান ও উপরে বর্ণিত সদস্যগণ মনোনয়নের তারিখ হতে দুই বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। তবে শর্ত থাকে যে, সরকার উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে তাদেরকে পদ হতে অপসারণ করতে পারবে এবং তারাও সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোন সময় স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন।

নং ৩২.০০.০০০০.০৩৮.০৬.০০৩.১৮-১৫—জাতীয় মহিলা সংস্থা আইন, ১৯৯১(১৯৯১ সনের ৯নং আইন) এর ১১(৩) উপধারা মোতাবেক উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মঠবাড়িয়া, পিরোজপুর এর ৭-১১-২০১৭ তারিখের ৮১৩ নং পত্রের আলোকে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে জাতীয় মহিলা সংস্থার মঠবাড়িয়া উপজেলা কমিটির সদস্য হিসেবে নির্দেশক্রমে মনোনীত করা হলো :

ক্রমিক নং	সংশ্লিষ্ট ধারা	সদস্য শ্রেণি	প্রস্তাবিত সদস্য	পদবি
০১	১১(১)(চ)	শিক্ষিকা	এডভোকেট শাহনওয়াজ বেগম, স্বামী এডভোকেট আফজাল হোসেন, সবুজনগর, মঠবাড়িয়া, পিরোজপুর।	চেয়ারম্যান
০২	১১(১)(গ)	সমাজ সেবী	লায়লা ফেরদৌসি, স্বামী জিয়া উদ্দিন আহমেদ, কলেজপাড়া, মঠবাড়িয়া, পিরোজপুর।	সদস্য
০৩	১১(১)(চ)	বিশিষ্ট মহিলা	ফাতিমা বেগম, স্বামী আঃ খালেক মিয়া, দঃবন্দর, মঠবাড়িয়া, পিরোজপুর।	সদস্য
০৪	১১(১)(চ)	বিশিষ্ট মহিলা	তাসলিমা ইসলাম, স্বামী রফিকুল ইসলাম বাচ্চু, পো: কলেজ এলাকা, মঠবাড়িয়া, পিরোজপুর।	সদস্য
০৫	১১(১)(চ)	বিশিষ্ট মহিলা	খালেদা পারভীন মুন্নী, স্বামী এনামুল কবির জয়নাল, সত্তার ভিলা, শুকতারা রোড, ৪নং ওয়ার্ড, মঠবাড়িয়া, পিরোজপুর।	সদস্য

২। উপরে উল্লেখিত কমিটির সদস্যগণের মধ্য হতে ১নং ক্রমিকের এডভোকেট শাহনওয়াজ বেগম, উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৩। কমিটির মনোনীত চেয়ারম্যান ও উপরে বর্ণিত সদস্যগণ মনোনয়নের তারিখ হতে দুই বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। তবে শর্ত থাকে যে, সরকার উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে তাদেরকে পদ হতে অপসারণ করতে পারবে এবং তারাও সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোন সময় স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

রনি চাকমা
সিনিয়র সহকারী সচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়
জরিপ শাখা ২

বিজ্ঞপ্তিসমূহ

তারিখ, ১৮ চৈত্র ১৪২৪/০১ এপ্রিল ২০১৮

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.০৩৩.১৬৩.১০.৬০—১৯৫৫ সনের প্রজাস্বত্ব বিধিমালার ৩৪ (২) বিধি মোতাবেক বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪ ধারার ৭নং উপ-ধারা মোতাবেক নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	জে, এল, নং	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১	কাগমারী পাথাইলকান্দি	৩৬	কালিহাতি	টাঙ্গাইল
২	ভাবলা	৭৯	কালিহাতি	টাঙ্গাইল
৩	ধলাটেঙ্গল	৮০	কালিহাতি	টাঙ্গাইল
৪	সাকরাইল	৮৬	কালিহাতি	টাঙ্গাইল
৫	ভবানীপুর	১০৮	কালিহাতি	টাঙ্গাইল
৬	কাইতকাই	৫৪	ঘাটাইল	টাঙ্গাইল
৭	করবাড়ী	৭৮	ঘাটাইল	টাঙ্গাইল
৮	আড়ালিয়া	১২৪	ঘাটাইল	টাঙ্গাইল
৯	করিমেরপাড়া	১৮৯	ঘাটাইল	টাঙ্গাইল
১০	কালিকাপুর	২২৩	ঘাটাইল	টাঙ্গাইল
১১	চৌরাসা	২৩৭	ঘাটাইল	টাঙ্গাইল
১২	দক্ষিণধলাপাড়া	২৮৪	ঘাটাইল	টাঙ্গাইল
১৩	শহরগোবিন্দপুর	২৯৫	ঘাটাইল	টাঙ্গাইল
১৪	চৌধুরীমালঞ্চ	২৪	টাঙ্গাইল সদর	টাঙ্গাইল
১৫	চাকতা	৫৪	টাঙ্গাইল সদর	টাঙ্গাইল
১৬	হুগ্রার চর	৮৬	টাঙ্গাইল সদর	টাঙ্গাইল
১৭	বেগুনতলা	৮৯	টাঙ্গাইল সদর	টাঙ্গাইল
১৮	চালাবাকলা	১২০	টাঙ্গাইল সদর	টাঙ্গাইল
১৯	আন্ধরা	১৪১	মির্জাপুর	টাঙ্গাইল
২০	মামুদপুর	৯৬	মির্জাপুর	টাঙ্গাইল
২১	চুকুরিয়া	৩৫	মির্জাপুর	টাঙ্গাইল
২২	ভাদগ্রাম	৭৬	মির্জাপুর	টাঙ্গাইল
২৩	নগরছাওয়ালী	১৫	মির্জাপুর	টাঙ্গাইল
২৪	পাছচামারী	৮৮	মির্জাপুর	টাঙ্গাইল
২৫	রহিমপুর	৬৫	মির্জাপুর	টাঙ্গাইল
২৬	গোড়ামারা	১৬৩	মির্জাপুর	টাঙ্গাইল
২৭	বহুরিয়া	১৬০	মির্জাপুর	টাঙ্গাইল
২৮	নিয়ামতপুর	০১	গোপালপুর	টাঙ্গাইল
২৯	হাদিরা	০২	গোপালপুর	টাঙ্গাইল

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	জে, এল, নং	উপজেলার নাম	জেলার নাম
৩০	ভারারিয়া	০৮	গোপালপুর	টাঙ্গাইল
৩১	মোহাম্মদপুর	০৯	গোপালপুর	টাঙ্গাইল
৩২	ঘোড়ামারা	১৫	গোপালপুর	টাঙ্গাইল
৩৩	উত্তরপাথালিয়া	১৭	গোপালপুর	টাঙ্গাইল
৩৪	উত্তরবিলডোগা	১৯	গোপালপুর	টাঙ্গাইল
৩৫	জোতগোপাল	৩৪	গোপালপুর	টাঙ্গাইল
৩৬	সজনপুর	৩৫	গোপালপুর	টাঙ্গাইল
৩৭	গারালিয়া	৪৬	গোপালপুর	টাঙ্গাইল
৩৮	সাফলাবাড়ী	৫০	গোপালপুর	টাঙ্গাইল
৩৯	মধুপুরভট্র	৬৪	গোপালপুর	টাঙ্গাইল
৪০	হাটবইরান	৬৬	গোপালপুর	টাঙ্গাইল
৪১	সেনেরমাগুল্লা	৬৭	গোপালপুর	টাঙ্গাইল
৪২	পারচতিলা	৭০	গোপালপুর	টাঙ্গাইল
৪৩	দক্ষিণ বিলডোগা	৭৩	গোপালপুর	টাঙ্গাইল
৪৪	জামতৈল	৮৮	গোপালপুর	টাঙ্গাইল
৪৫	খামারপাড়া	৯৭	গোপালপুর	টাঙ্গাইল
৪৬	বসুবাড়ী	১০৯	গোপালপুর	টাঙ্গাইল
৪৭	কামাক্ষাবাড়ী	১১৩	গোপালপুর	টাঙ্গাইল
৪৮	কামারকুমিল্লি	১২১	গোপালপুর	টাঙ্গাইল
৪৯	জোতআতাউল্লা	১২৫	গোপালপুর	টাঙ্গাইল
৫০	উত্তর মান্দিয়া	১২৬	গোপালপুর	টাঙ্গাইল

তারিখ, ১৯ চৈত্র ১৪২৪/০২ এপ্রিল ২০১৮

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.০৩৩.০০৬.১৭.৬১—১৯৫৫ সনের প্রজাস্বত্ব বিধিমালার ৩৪ (২) বিধি মোতাবেক বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪ ধারার ৭নং উপ-ধারা মোতাবেক নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	জে, এল, নং	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১	পাহাড়তলী	৪৪	পঞ্চগড় সদর	পঞ্চগড়
২	তেলধর	৪৫	পঞ্চগড় সদর	পঞ্চগড়
৩	কাজলদিঘী	৪৬	পঞ্চগড় সদর	পঞ্চগড়
৪	পুটিমারী	৩০	বোদা	পঞ্চগড়
৫	বনগ্রাম খারিজ (বিলুপ্ত ছিটমহলের অংশ)	৮৩	বোদা	পঞ্চগড়
৬	সুন্দরমনি লস্করা (বিলুপ্ত ছিটমহলের অংশ)	৮৮	বোদা	পঞ্চগড়
৭	কাজলদীঘি আরাজী (বিলুপ্ত ছিটমহলের অংশ)	৯৪	বোদা	পঞ্চগড়
৮	নাজিরগঞ্জ	৯৫	বোদা	পঞ্চগড়
৯	ডেনাকাটা (বিলুপ্ত ছিটমহলের অংশ)	৯৬	বোদা	পঞ্চগড়
১০	দৈখাতা	৯৭	বোদা	পঞ্চগড়
১১	বালাপাড়া খাগড়াবাড়ী	৯৯	দেবীগঞ্জ	পঞ্চগড়
১২	কোটভাজনী (বিলুপ্ত ছিটমহলের অংশ)	১০০	দেবীগঞ্জ	পঞ্চগড়
১৩	দহলা খাগড়াবাড়ী(বিলুপ্ত ছিটমহলের অংশ)	১০১	দেবীগঞ্জ	পঞ্চগড়
১৪	নাটকটোকা	১৫৯	দেবীগঞ্জ	পঞ্চগড়
১৫	কাজলদীঘি	১৫৭	দেবীগঞ্জ	পঞ্চগড়
১৬	বেউলাডাঙ্গা	১৫৮	দেবীগঞ্জ	পঞ্চগড়

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আবদুল মতিন
যুগ্মসচিব।

অধিশাখা-২ (মাঠ প্রশাসন)

আদেশ

তারিখ: ২৫ মার্চ ২০১৮ খ্রিঃ

নং **৩১.০০.০০০০.০৪৬.১১.১৫৭.১২.১৬৬**—নির্দেশিত হয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ৩০-০৫-২০১৩ তারিখের ০৪.০০.০০০০. ২১২.০৬. ০০১.২০১৩-৬৫(১) নং প্রজ্ঞাপনে প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার)-এর ১০৮তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১৪-০১-২০১৫ তারিখের ০৫.১৫৬.০১৫.০৩.০০.০০৫.২০১৪-১৪ নং স্মারক, অর্থ বিভাগের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ অধিশাখা-২ এর ২১-০৩-২০১৬ তারিখের অম/অবি/ব্যনি-২/ভূমি-০১/অংশ-১/২০১২/১৮৪ নং স্মারক, অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন-১ শাখার ২০-০৬-২০১৬ তারিখের ০৭.০০.০০০০.১৬১.৩১.০০৬.১২-১৩৯ নং স্মারকে এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ১৬-১০-২০১৬ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৭১১.০৬. ০১৬.১৬-৪১৪ স্মারকে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির ২০ আশ্বিন ১৪২৩/০৫ অক্টোবর ২০১৬ তারিখের ১৬শ সভার সিদ্ধান্ত এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ের ২৪-১১-২০১৬ তারিখের ৩১.০০.০০০০.০৪৬.১১.১৫৭.১২.৮২০ নং স্মারকে ৩১-০৫-২০১৭ তারিখ পর্যন্ত সংরক্ষিত ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীন নাটোর জেলার নলডাঙ্গা উপজেলা ভূমি অফিসের জন্য নিম্নরূপ বিভিন্ন শ্রেণির ১১ (এগার)টি পদ ০১-০৬-২০১৭ হতে ৩১-০৫-২০১৮ তারিখ পর্যন্ত সংরক্ষণের সরকারি মঞ্জুরি জ্ঞাপন করছি :

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা	জাতীয় বেতনস্কেল ২০১৫ অনুযায়ী
০১	কানুনগো	০১ (এক)টি	টাঃ ১৬০০০-৩৮৬৪০ (গ্রেড-১০)
০২	সার্ভেয়ার	০১ (এক)টি	টাঃ ১০২০০-২৪৬৮০ (গ্রেড-১৪)
০৩	হেড এসিসটেন্ট কাম-একাউনট্যান্ট	০১ (এক)টি	টাঃ ৯৩০০-২২৪৯০ (গ্রেড-১৬)
০৪	নাজির-কাম-ক্যাশিয়ার	০১ (এক)টি	টাঃ ৯৩০০-২২৪৯০ (গ্রেড-১৬)
০৫	সার্টিফিকেট পেশকার	০১ (এক)টি	টাঃ ৯৩০০-২২৪৯০ (গ্রেড-১৬)
০৬	সার্টিফিকেট সহকারী	০১ (এক)টি	টাঃ ৯৩০০-২২৪৯০ (গ্রেড-১৬)
০৭	ক্রেডিট চেকিং-কাম-সায়রাত সহকারী	০১ (এক)টি	টাঃ ৯৩০০-২২৪৯০ (গ্রেড-১৬)
০৮	প্রসেস সার্ভার	০১ (এক)টি	টাঃ ১৫,২০০(সাকুল্য)
০৯	অফিস সহায়ক	০১ (এক)টি	টাঃ ১৪,৯৫০(সাকুল্য)
১০	চেইনম্যান	০১ (এক)টি	টাঃ ১৪,৯৫০(সাকুল্য)
১১	নিরাপত্তা প্রহরী	০১ (এক)টি	টাঃ ১৪,৯৫০(সাকুল্য)

২। সকল আনুষ্ঠানিকতা পালনপূর্বক যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ জি.ও জারি করা হলো

মোঃ মনিরুজ্জামান মিঞা
উপসচিব।

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা বিভাগ
প্রশাসন শাখা-২

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৮ চৈত্র ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/২২ মার্চ ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

নং ২০.০০.০০০০.৩০৩.৩২.২১২.১২.৩১৩—যেহেতু, পরিকল্পনা বিভাগের গবেষণা কর্মকর্তা জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ ডাকুয়া এর বিরুদ্ধে পাওনা টাঃ ৩,০০,০০০ (তিন লক্ষ) টাকার ৩টি চেক পরিশোধ না করায় জনাব মোঃ রমিজ উদ্দিন কর্তৃক যুগ্ম-মহানগর দায়রা জজ, ৩য় আদালত ঢাকায় The Negotaible Instrument Act, 1981 এর ১৩৮ ধারায় দায়েরকৃত মামলা নং-১০৪৪৮/১১ এ দোষী সাব্যস্ত করে ১১-০২-২০১৫ তারিখ ৩(তিন) মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড তৎসহ ৩,৫০,০০০(তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা অর্থ দণ্ড প্রদানের আদেশ করেন।

২। যেহেতু, The Public Servants (Dismissal on Conviction) Ordinance, 1985 এর বিধি-৩ মোতাবেক ১১-০২-২০১৫ তারিখ (মামলার আদেশের তারিখ) হতে গবেষণা কর্মকর্তা জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ ডাকুয়াকে চাকরি হতে বরখাস্ত (dismissal from Service) করা হয়;

৩। যেহেতু, গবেষণা কর্মকর্তা জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ ডাকুয়া যুগ্ম-মহানগর দায়রা জজ, ৩য় আদালত, ঢাকার দায়রা মামলা নং-১০৪৮৮/১১ এর ১১-০২-২০১৫ তারিখের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে মহানগর দায়রা জজ, আদালত, ঢাকায় ০২-১১-২০১৭ তারিখে ফৌঃ আপীল নং-১৪৮৮/১৭ দায়ের করেন এবং মহানগর দায়রা জজ আদালত, ঢাকা জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ ডাকুয়া এর আপীল মঞ্জুর করে বিজ্ঞ নিম্ন আদালত কর্তৃক মেট্রো দায়রা ১০৪৮৮/১১ নং মামলায় প্রদত্ত ১১-০২-১৫ তারিখের রায় ও দণ্ডাদেশ রদ ও রহিত করে বেকসুর খালাস প্রদান করে আদেশ প্রদান করেন;

৪। সেহেতু, গবেষণা কর্মকর্তা জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ ডাকুয়া-কে The Public Servants (Dismissal on Conviction) Ordinance, 1985 এর ধারা ৩(৩) অনুযায়ী নিম্নোক্ত শর্ত সাপেক্ষে যোগদানের তারিখ হতে চাকরিতে পুনর্বহাল করা হলো :

(ক) নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা, ১৯৫৯ এর বিধি ৯(৩)(৩) অনুযায়ী ১১-০২-২০১৫ (বরখাস্তের তারিখ) হতে যোগদানের পূর্ব তারিখ পর্যন্ত বিনা বেতনে অসধারণ ছুটি মঞ্জুর করে তার চাকরি নিয়মিত করা হবে। তিনি অসাধারণ ছুটিকালীন কোন আর্থিক সুবিধা পাবেন না।

(খ) পরিকল্পনা বিভাগের ০৭-১২-২০১৫ তারিখের ২০.০০.০০০০.৩০৩.৩২.২১২.১২-৭১৪ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনে আরোপিত ১৫-১০-২০১৫ হতে ১৪-১০-২০১৮ তারিখ পর্যন্ত ৩(তিন) বছরের জন্য নিম্নগ্রেডে (১২০০০-২১৬০০, ৮ম গ্রেডে) অবনমিতকরণ দণ্ডাদেশ বহাল থাকবে। উক্ত ৩(তিন) বছর সময়ের জন্য কোন রকম আর্থিক সুবিধা তিনি মেয়াদ পরবর্তীতে প্রাপ্য হবেন না।

৫। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ জিয়াউল ইসলাম
সচিব।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ২৮ চৈত্র ১৪২৪/১১ এপ্রিল ২০১৮

নং **২৩.০০.০০০০.০৯০.৯১.০০৮.১৮.১১৮**—The Cantonments Act, 1924 (Act II of 1924)-এর Section 13A sub-section 3 এর clause (c) এবং sub-section 4-এর বিধান অনুযায়ী সরকার নিম্নবর্ণিত কর্মচারীদ্বয়কে রাজশাহী ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করলেন :

সদস্যবৃন্দ

(১) বিএ-৫০৮২ লে. কর্নেল মোঃ মোবারক হোসেন ভূঁইয়া পিএসসি, বিআইআরসি, রাজশাহী সেনানিবাস।

(২) পি নং ০১০০০৯ মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন এজিই (আর্মি), রাজশাহী সেনানিবাস।

নং **২৩.০০.০০০০.০৯০.৯১.০০৮.১৮.১১৯**—The Cantonments Act, 1924 (Act II of 1924)-এর Section 13A sub-section (5) এর বিধান অনুযায়ী সরকার রাজশাহী ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের সদস্য (ক) বিএ-২৮১১ লে. কর্নেল আব্দুস সালাম মোহাম্মদ আরিফ, পিএসসি, বিআইআরসি, রাজশাহী সেনানিবাস এবং (খ) পি নং-৮০৩২৬ মোঃ ইউনুস আলী সরকার, এসএসএই বি/আর, এজিই (আর্মি), রাজশাহী সেনানিবাস-এর সদস্যপদ শূন্য ঘোষণা করলেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

রাশেদা জামান
উপসচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
শৃঙ্খলা শাখা-০১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২২ চৈত্র ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/০৫ এপ্রিল ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

নং **৫৮.০০.০০০০.০৭৬.০১.০০৬.১৭-১৪**—যেহেতু, জনাব মোঃ আক্তার হোসেন শেখ মেহেরপুর জেলা কারাগারে জেলার পদে কর্মরত থাকাকালে (বর্তমানে জেলার পিরোজপুর জেলা কারাগার) তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগের বিষয়ে জাতীয় ও স্থানীয় পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হয়। কারা অধিদপ্তর কর্তৃক গঠিত ৩(তিন) সদস্য বিশিষ্ট কমিটির তদন্তে প্রাথমিকভাবে অভিযোগের সত্যতা পায়। পরবর্তীতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের যুগ্ম-সচিব কর্তৃক অভিযোগসমূহ সরেজমিনে তদন্তপূর্বক জনাব মোঃ আক্তার হোসেন-এর বিরুদ্ধে কারাগার পরিচলনার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা ও অদক্ষতার অীভযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করেন;

যেহেতু, বর্ণিত তদন্ত প্রদিবেদন দুটির প্রেক্ষিতে তাঁর কার্যকলাপ শৃঙ্খলা পরিপন্থী হওয়ায় গত ২৬-০৯-২০১৭ খ্রি. তারিখে জনাব মোঃ আক্তার হোসেন শেখ-এর বিরুদ্ধে কারা বিধি ১ম খণ্ডের ২৪২ ও ২৪৮ বিধি এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ২(এফ) অনুযায়ী অসদাচরণের পর্যায়ভুক্ত হওয়ায় একই বিধিমালার ৩(বি) ধারায় অসদাচরণের অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক কারণ দর্শানো নোটিশ জারী করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ২২-১০-২০১৭ খ্রি. তারিখে কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান পূর্বক ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেন;

যেহেতু, গত ০৭-০২-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে জনাব মোঃ আক্তার হোসেন শেখ এর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়। শুনানীতে তিনি নিজেকে নির্দোষ দাবী করে বিভাগীয় মামলা থেকে অব্যাহতি চান। এরপরও অনিচ্ছাকৃতভাবে তার নিজের অজান্তে কোন ভূল ত্রুটি করে থাকলে এর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন;

যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানীর পর তাঁর বিরুদ্ধে দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন, অভিযোগনামা, অভিযোগ বিবরণী, কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব ও অন্যান্য বিষয়াদি পর্যালোচনার পর সার্বিক বিষয়াদি বিবেচনাপূর্বক জনাব মোঃ আক্তার হোসেন শেখ এর বিরুদ্ধে ১৯৮৫ সালের সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ৩(বি) অনুযায়ী অসদাচরণের অভিযোগ রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় অভিযুক্ত করে সরকার তাঁকে লঘুদণ্ড প্রদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু, জনাব মোঃ আক্তার হোসেন শেখ, জেলার পিরোজপুর জেলা কারাগার(পূর্বতন জেলার, মেহেরপুর জেলা কারাগার) কে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫-এর ৩(বি) অনুযায়ী অসদাচরণের অভিযোগে দোষী সাব্যস্তপূর্বক একই বিধিমালার ৪(১)(২) এর এ বিধি অনুযায়ী 'তিরস্কার' সূচক লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো।

ফরিদ উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী
সচিব।

কারা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৬ চৈত্র ১৪২৪/০৯ এপ্রিল ২০১৮

নং ৫৮.০০.০০০০.০৮৫.২৩.০৬৭.১৫.২২৬—২৬ মার্চ ২০১৮, মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ফৌজদারী কার্যবিধি ৪০১(১) ধারার ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নবর্ণিত ০৭(সাত) জন কয়েদীর অবশিষ্ট কারাদণ্ড ও জরিমানা দণ্ড (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) মওকুফ করেছে:

ক্রমিক নং	কয়েদী নম্বর, নাম, পিতার নাম, ও বয়স	কারাগারের নাম
১.	কয়েদী নং-২৭৩৭/এ, মোঃ ইয়াসিন আলী, পিতা-সৈয়দ খা, জেলা-রাজশাহী, বয়স-৪৬ বছর।	রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগার
২.	কয়েদী নং-৯৫৫৭/এ, ইমামুল হক, পিতা-মৃত ইছাক আলী, জেলা-সিলেট, বয়স-৫১ বছর।	সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার
৩.	কয়েদী নং-৪০২/এ, মোঃ আওলাদ মিয়া, পিতা-মৃত রজব আলী, জেলা-সিলেট, বয়স-৪৭ বছর।	
৪.	কয়েদী নং-৪৩০৪/এ, মোঃ মেজবাহ উদ্দিন, পিতা-মশিউর রহমান, জেলা-লক্ষ্মীপুর, বয়স-৫১ বছর।	লক্ষীপুর জেলা কারাগার
৫.	কয়েদী নং-৪১৩৫/এ, নুর উদ্দিন, পিতা-মোঃ শাহাবুদ্দিন, জেলা-লক্ষ্মীপুর, বয়স-২৭ বছর।	
৬.	কয়েদী নং-৫২৫৯/এ, মোঃ আব্দুর রফিক, পিতা-মৃত মোজাফর আলী, জেলা-শেরপুর, বয়স-৬৬ বছর।	শেরপুর জেলা কারাগার
৭.	কয়েদী নং-১৪৪০/এ, মোঃ ইসরাফিল, পিতা-মৃত শুকুর আলী, জেলা ঝিনাইদহ, বয়স-২৭ বছর।	ঝিনাইদহ জেলা কারাগার

২। এ আদেশে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সদয় অনুমোদন রয়েছে।

৩। অন্য কোন কারণে আটক রাখা আবশ্যক না হলে তাদেরকে অবিলম্বে মুক্তি প্রদানের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ আলী
সহকারী সচিব।

জননিরাপত্তা বিভাগ
আইন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৯ চৈত্র ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/০২ এপ্রিল ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১৩.২০১৮-২৬৮—শরীয়তপুর জেলার জাজিরা থানার মামলা নং-০৩, তারিখ ০৬-০৪-২০১৬ এর তদন্তে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত সংশ্লিষ্ট ও স্পর্শকাতরের অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় দণ্ডবিধি, ১৮৬০ এর ২৯৫-ক ধারায় মামলা রুজুর লক্ষ্যে ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ১৯৬ ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্দ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

তাহমিনা বেগম
উপ-সচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
প্রশাসন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২২ চৈত্র ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/০৫ এপ্রিল ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

নং ৪৭.৬১.০০০০.০৩২.০৬.১৫৯.১৭.১৩৯—সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৭ নং আইন, সংশোধিত-২০০২ ও ২০১৩ সনের ২৯ নং আইন ও ১নং আইন) এর ধারা ৪(ক) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, জনস্বার্থে নওগাঁ গাঁজা উৎপাদনকারী (অংশীদার) পুনর্বাসন সমবায় সমিতি লি: এর অন্তর্বর্তী কমিটির মেয়াদ সমবায় সমিতি আইনের ১৮(৭) ধারার বাধ্যবাধকতা হইতে নিম্নবর্ণিত শর্তে এতদ্বারা এককালীন অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

শর্তাবলি :

(ক) বর্তমান অন্তর্বর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটির মেয়াদ জনস্বার্থে ৩১-১২-২০১৭ খ্রি: তারিখ হতে পরবর্তী আরও ০২ (দুই) বছরের জন্য বৃদ্ধি করা হলো।

(খ) বর্তমান অন্তর্বর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক বর্ণিত সমিতির নির্বাচন বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্ট ডিভিশনে দাখিলকৃত রিভিশন মামলা নং-৩২৪১/২০০৬ দ্রুত নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে; এবং

(গ) মালা নিষ্পত্তি সাপেক্ষে বর্তমান অন্তবর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটি বর্ধিত মেয়াদকালের মধ্যে সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪ এ বর্ণিত নির্বাচন সংক্রান্ত সকল বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক নির্বাচন সম্পন্ন করে নির্বাচিত কমিটির নিকট দায়িত্বভার হস্তান্তর করবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সৈয়দ ফরহাদ হোসেন
উপ-সচিব।